যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবি

ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের পর বাকৃবির প্রশাসনিক ভবনে তালা

বাকৃবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৬ এএম

ছবি: যুগান্তর

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কম্বাইন্ড ডিগ্রির (বিএসসি ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি) দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা। বুধবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে টানা সাতদিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বাকৃবির পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা। এবার তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরাও।

আন্দোলনের অংশ হিসেবে বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় পশুপালন অনুষদের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

পশুপালন অনুষদের ৫০১ জন শিক্ষার্থী কম্বাইন্ড ডিগ্রির পক্ষে স্বাক্ষরসংবলিত একটি তালিকা উপাচার্যের কাছে জমা দেন। একই দাবিতে পৃথকভাবে মিছিল করেছে ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরাও। পরবর্তীতে দুই অনুষদের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে একত্রিত হয়ে একযোগে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ভেটেরিনারি অনুষদের পক্ষ থেকে অনুষদের ডিন বরাবর লিখিত স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়।

বিকেল ৪টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় উপাচার্য বলেন, আমি এককভাবে সম্মিলিত ডিগ্রি চালুর সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। এ বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিলসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আলোচনায় আশানুরূপ অগ্রগতি না থাকায় বিকেল ৬টার দিকে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন। এসময় উপাচার্যের কার্যালয়ে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি বৈঠক চলছিল। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শিক্ষার্থীরা তালা খুলে দেন।

আন্দোলনকারী তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলনের সাথে ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হয়েছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং পেশাগত মর্যাদার স্বার্থেই আমরা এক হয়েছি। শিক্ষকরা আমাদের দাবি শুনেছেন, আগামীকাল আলোচনা হবে—সেখানে আশানুরূপ সিদ্ধান্ত না এলে আন্দোলন আরও বেগবান হবে।

এ বিষয়ে বাকৃবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান সরকার বলেন, পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীদের কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবির প্রেক্ষিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় ফ্যাকাল্টি মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আলোচনায় বসবেন এবং দাবিগুলো উপস্থাপন করা হবে। সবদিক বিবেচনায় রেখে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে।